BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 13(20), 2017: 63-76
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নের পটভূমি এবং এতে বিদেশি প্রভাবের দাবিঃ একটি বিশ্লেষণ

The Background of Arabic Grammar Formation and the Claim of Foreign Influence on It: An Analysis

ড. মো: আব্দুর রহিম মুকুল*

সারসংক্ষেপঃ প্রকৃতিগতভাবে আরবি একটি প্রাঞ্জল ও গতিশীল ভাষা। কোনো ধরনের ব্যাকরণ অনুসরণ ছাড়াই এমনকি প্রাক-ইসলামি যুগেও এ ভাষার অধিবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলত। ফলে তখনো ভাষা হিসেবে আরবির মর্যাদা ছিল অনন্য। ইসলাম প্রসারের পূর্ব পর্যন্ত এ ভাষায় কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু সময়ের সাথে ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ও আরব-অনারব সংমিশ্রণে এ ভাষার প্রকৃতিতে লাহন তথা ভাষাগত ত্রুটি দেখা দেয়। বিশেষ করে কুরআনুল কারিম পাঠের ক্ষেত্রে এ ত্রুটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ- উমর ইবনুল খাত্তাব রা., 'আলী ইবন আবী তালিব রা., যিয়াদ ইবন আবীহী রা. ও আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র. এ এ চারজন প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানীর চারটি প্রসিদ্ধ প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেন যা আরবি ব্যাকরণ রচনার পটভূমি তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ তাদের গবেষণায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে আরবদের কৃতিত্বকে স্বীকার করতে কার্পণ্য করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা অস্বীকার করারও চেষ্টা করেছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের জ্ঞান-গবেষণায় প্রভাবিত অনেক আরব গবেষকও তাদের গবেষণায় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। আবার অনেক আরব শিক্ষাবিদ ও গবেষক তাদের উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের সকল প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা অস্বীকার করেছেন। তাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো, আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নের পটভূমিসমূহ ভাষাবিজ্ঞানীদের যুক্তি ও মতামতের আলোকে বিশ্লেষণ করে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ ও তাদের অনুসারীদের অন্যায় ও অন্যায্য দাবিকে খণ্ডন করে প্রভাবমুক্ত আরবি ব্যাকরণের প্রথম রচয়িতা আবিষ্কারের মাধ্যমে এর স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রতা তুলে ধরা।

মূল শব্দসমূহঃ আরবি ব্যাকরণ, পটভূমি, প্রণয়ন, প্রভাব এবং উদ্ভাবক।

Abstract: Arabic is a lucid and dynamic language by nature. Even during the pre-Islamic era, the native people spontaneously spoke in pure Arabic without following any type of Grammar book. As a language, the status of Arabic was unique. No error was detected in this language until the massive spread of Islam. But with the spread of Islam, interaction between Arabs and non-Arabs was increased in course of time which gave rise to linguistic errors with significant impact on the reading of the Holy Qur'an. Referring to the solutions to these

* ড. মো: আব্দুর রহিম মুকুল, একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ঢাকা। E-mail: *drarmukul20@gmail.com*

problems, Historians mentioned the names of four noted linguists— 'Umar ibn Khattab (R.), 'Ali ibn Abi Talib (R.), Zaid ibn Abihi (R.) and Abul Aswad ad Duali (R.) with four backgrounds of Arabic grammar. But in most cases, the scholars in Oriental studies refused the contributions of the Arabs to the development of science and knowledge. And sometimes they tried to establish in their research that it was influenced by other cultures. Some Arab researchers, under the influence of the scientific studies of the Oriental scholars, supported their research. On the other hand, many Arab educationists and researchers completely denied all sorts of western influences on the science and knowledge invented by them. So, the main purpose of this study is to explain the originality and uniqueness of Arabic grammar through the discovery of its first author by analyzing its backgrounds in the light of the arguments and opinions of the linguists and also by refuting the wrong and unjustified claims of the orientalist scholars and their followers.

Keywords: Arabic grammar, Background, Formation, Influence and Author.

ভূমিকা

আরবি একটি ঐশ্বর্যপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য ভাষা। এ ভাষার গভীরতা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা থেকে বেশি। এ ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নে চারজন ভাষাবিদ ও বিশিষ্ট ইসলামি ব্যক্তিত্বের অবদানের কথা ইতিহাস থেকে জানা যায়। তাদের প্রত্যেকেই আরবি ভাষায় ভুলভ্রান্তির সংমিশ্রণ ও কুরআনুল কারিমের ভুল তিলাওয়াতের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। যখনই ভাষার কোনো অশুদ্ধতা তাদের নজরে পড়ত তারা তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করে দিতেন এবং স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। পরবর্তীতে ঐতিহাসিকগণ সেই সকল ঘটনাকে আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নের পটভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি রা. তেমনি একটি ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র.-কে আরবি ব্যাকরণের কতিপয় মৌলিক বিষয়ের ধারণা দিয়ে তাকে তা পূর্ণভাবে প্রণয়নের নির্দেশ দেন। আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র., হযরত আলি রা.-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাকরণের প্রাথমিক নীতিমালা প্রণয়ন করেন। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ সর্বদাই মুসলমানদের সফলতাকে বাঁকা চোখে দেখতেন। তারা তাদের বিভিন্ন জ্ঞান-গবেষণায় মুসলমানদের এ অর্জনকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন, এ বিদ্যা সূরআনী ব্যাকরণ নকল করে রচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, গ্রীক ব্যাকরণের অনুকরণে রচনা করা হয়েছে। কারণ গ্রীক ব্যাকরণ প্রাচীনতম ব্যাকরণ। আবার অনেকে ভারতীয় ব্যাকরণের নীতিমালা চুরির অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। প্রকৃতপক্ষে এ অপবাদগুলোর কোনটিই সঠিক নয়; যা এ গবেষণায় ঐতিহাসিকদের বর্ণনা ও বিশ্লেষণে প্রতিভাত হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ গবেষণায় আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নের বিভিন্ন পটভূমি উল্লেখ করে তা ঐতিহাসিক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের বর্ণনা ও যুক্তির মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করে এ বিজ্ঞানের উদ্ভাবক ও পরামর্শককে আবিষ্কারের চেষ্ট করা হয়েছে। আর আরবি ভাষার বিশুদ্ধতা, স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র্য রক্ষায় আরবি ভাষাবিজ্ঞানীদের স্বাধীন ও ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত

জ্ঞান-গবেষণায় যে আরবি ব্যাকরণ প্রণীত হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠকসমাজ ও গবেষকগণ আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নের পটভূমি, এর উদ্ভাবক ও পরামর্শক এবং তাতে কতটুকু ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে বা পড়েনি তা জানতে সক্ষম হবেন আশা করা যায়।

কর্মপদ্ধতি

এ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য উপাত্তসমূহ প্রাথমিক উৎস ও দ্বিতীয় উৎস থেকে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ব্যাকরণের ইতিহাসের গ্রন্থগুলো যেমন- *মুহাম্মাদ আত তানতবীর 'নাশাআতুন নাহু ওয়া তারিখু আশহারুন নুহাত', আস সাইরাফীর 'আখবারুন নাহাবিয়ীন'* ইত্যাদিকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর সাধারণ ইতিহাসের আরবি ও ইংরেজি গ্রন্থসমূহ এবং গবেষণাপত্রকে দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নের পটভূমিসমূহ পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো বিভ্রান্তি না ঘটে এবং সঠিক তথ্য উপস্থাপিত হয়।**আরবি ব্যাকরণ রচনার পটভূমি**

আরবি ব্যাকরণ রচনার পটভূমি ও উদ্ভাবক নির্ণয়ে ভাষাবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণ অসংখ্য মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতামতগুলো পর্যালোচনা করলে আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নে চারটি ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি পাওয়া যায় এবং এ চারটি পটভূমি থেকে দুজন নির্ভরযোগ্য উদ্ভাবকের নাম পাওয়া যায়। পটভূমি চারটি হলো:

প্রথম পটভূমি : উমর রা.-এর লাহন বা ভ্রান্তিপূর্ণ আরবি কথা শ্রবণ।

দ্বিতীয় পটভূমি : আলি রা.-এর লাহন বা ভ্রান্তিপূর্ণ আরবি কথা শ্রবণ।

তৃতীয় পটভূমি : যিয়াদ ইবন আবীহী রা.-এর লাহন বা ভ্রান্তিপূর্ণ আরবি কথা শ্রবণ।

চতুর্থ পটভূমি : আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র.-এর লাহন বা ভ্রান্তিপূর্ণ আরবি কথা শ্রবণ।

প্রথম পটভূমি

এ পটভূমিটি হল, ইসলামে দ্বিতীয় খলিফা উমর রা.-এর শাসনামলে একজন বেদুঈন মদিনায় আগমন করে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে চেয়েছিল। এক ব্যক্তি তাকে সূরাহ আত্-তাওবাহ তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছিলেন। কিন্তু اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (সুরা আত তাওবাহ, আয়াত: ৪) আয়াত পড়ার সময় রসুলুহু এর স্থলে রসুলিহী পড়েছিল। এতে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় (অর্থ: আল্লাহ তার রসুল (সা.) ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্কমুক্ত)। এ তিলাওয়াত শুনে বেদুঈন বলল, আল্লাহ কি তার রসুলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন? আল্লাহ যদি তার রসুলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকেন তাহলে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি। উমর রা. এ কথা শুনে বেদুঈনকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তাকে বললেন, তুমি নাকি রসুল (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছো? বেদুঈন বলল, হে আমিরুল মুমিনীন, আমি মদিনায় প্রথম এসেছি। কুরআনুল কারিম সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কে আমাকে কুরআন পড়ে শোনাবে? সে ব্যক্তি আমাকে পড়ে শুনাচ্ছিল এবং রসুলুহু এর স্থলে রসুলিহী পড়েছিল। আমি আয়াতের অর্থানুযায়ী বলেছিলাম, আল্লাহ যদি তার রাসুলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকেন; তাহলে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। এরপর উমর রা. বেদুঈনকে শুদ্ধ তিলাওয়াত শিখিয়ে দিয়ে আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র.-কে ব্যাকরণ রচনার নির্দেশ দিলেন। আর আবুল আসওয়াদ উমর-এর নির্দেশমত ব্যাকরণ রচনা করলেন(আত-তানতাবী, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.: ১৭; আল-কুরতুবী, ১৩৮৭ হি./১৯৬৮ খ্রি.: ২৪)।

দ্বিতীয় পটভূমি

আল-কিফতী তার *ইনবাহুর রুয়াত* গ্রন্থে এ পটভূমিটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, আবুল আসওয়াদ বলেছেন, আমি একদিন আলি রা.-এর নিকট গিয়ে তাকে মাথা নত করে চিন্তিত অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তাকে বললাম হে আমিরুল মুমিনীন কোন বিষয় আপনাকে চিন্তিত করেছে? তিনি বললেন, আমি তোমাদের এলাকায় ভ্রান্তিপূর্ণ আরবি কথা শুনতে পেলাম; যা আমাকে চিন্তিত করেছে। এজন্য আমি আরবি ভাষার নীতিমালা তৈরি করে একখানি গ্রন্থ রচনা করতে চাচ্ছি। আমি তাকে বললাম, আপনি যদি কোনো নীতিমালা তৈরি করেন তাহলে আরবি ভাষা আমাদের মধ্যে টিকিয়ে রাখতে পারবেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর আমি তার কাছে গেলাম। তিনি আমাকে একখানা সহিফা দিলেন। যাতে লেখা ছিল:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبئ به، والحرف ما أفاد معنى ليس باسم ولا فعل.

অর্থাৎ, পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে। সকল কথাই ইসম (বিশেষ্য), ফি'ল (ক্রিয়া) ও হরফ (অব্যয়) এর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ইসম হলো, যা কোন নামের অর্থ প্রদান করে। আর ফি'ল হলো, যার দ্বারা কোন বার্তা প্রদান করা হয়। আর হরফ এমন অর্থের উপকারিতা প্রদান করে যা ইসমও নয় ফি'লও নয়।

এরপর বললেন, এ নিয়ম অনুসরণ করে তোমার পক্ষ থেকে যা পারো এতে যোগ করো। তবে জেনে রেখো সকল জিনিষ তিন প্রকার: প্রথমটি প্রকাশ্য, দ্বিতীয়টি অপ্রকাশ্য আর তৃতীয়টি প্রকাশ্য নয় এবং অপ্রকাশ্যও নয়। জ্ঞানীরা তৃতীয়টি জানার ব্যাপারে বেশি প্রাধান্য দেয়। অতঃপর আমি সকল বিষয় একত্রিত করে তার কাছে পেশ করলাম। তার মধ্যে **الحروف الناصبة** ছিল। আমি সেগুলো থেকে إن، أن ليت، لعل، كأن উল্লেখ করলাম। কিন্তু **لكنّ** উল্লেখ করিনি। তিনি বললেন, তুমি এটা বাদ দিলে কেন? আমি বললাম, আমি এটাকে **الحروف الناصبة** এর মধ্যে গণ্য করিনি। তিনি বললেন, হ্যাঁ এটাও তার মধ্যে (আল-কিফতী, ১ম খণ্ড, ১৯৫৫-১৯৭৩ খ্রি.: ৪; আল-ইয়ামানী, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি. ৬-৭; আত-তানতাবী, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.: ১৬-১৭; দায়ফ, তা.বি: ১৪; Hitti, 1970: 241-242)।

তৃতীয় পটভূমি

আস-সাইরাফী বর্ণনা করেন, আলি রা. আবুল আসওয়াদকে যে পুস্তিকা দিয়েছিলেন তিনি সে পুস্তিকার কোনো অংশ কারো কাছে বের করেননি। এমতবস্থায় বসরার গভর্নর যিয়াদ ইবন আবীহী, আবুল আসওয়াদের কাছে লোক পাঠিয়ে বলেছেন যে, আমি মানুষের কথা-বার্তায় অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ আরবি কথা শুনতে পাচ্ছি। আপনি ভাষার জন্য এমন কিছু নিয়ম-নীতি লিখুন যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে এবং আপনিও একজন সম্মানী ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। আবুল আসওয়াদ এ প্রস্তাব বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দেন। একদিন আবুল আসওয়াদ নিজেই এক ব্যক্তিকে أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ আয়াতটি ভুলভাবে তিলাওয়াত করতে শুনে বলেন, আমি ধারণা করিনি মানুষের অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে। অতঃপর যিয়াদের কাছে গিয়ে বললেন, আমির আমাকে যা রচনা করতে বলেছিলেন আমি তা রচনা করব। এজন্য একজন ভালো লেখক লাগবে, যাতে আমি যা বলব উনি সাথে সাথে তা লিখে ফেলতে পারেন। 'আবদ আল-কায়স গোত্র থেকে একজনকে আনা হলো; কিন্তু তিনি তার লেখায় সন্তুষ্ট

হতে পারলেন না। তারপর কুরায়শ গোত্র থেকে একজনকে আনা হলো। তিনি তাকে বললেন, যখন তুমি আমাকে কোনো হরফে আমার মুখ খুলতে দেখবে তখন সে হরফের সোজা উপরে একটি নুকতাহ দিবে। আর যখন কোনো হরফে আমার মুখ মিলাতে দেখবে তখন সে হরফের পাশে একটি নুকতাহ দিবে। আর যখন কোনো হরফে আমার মুখ নিচু করতে দেখবে তখন সে হরফের নিচে একটি নুকতাহ দিবে। আর যদি কখনো গুন্নাহ (গুণগুণ আওয়াজ) পড়ি তখন সে জায়গায় দুটি নুকতাহ দিবে। এভাবে তিনি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন (আল লুগাবী, ২০০৩ খ্রি.: ১৮-১৯; আস-সাইরাফী, তা. বি: ১৬-১৭; দায়ফ, তা. বি: ১৬; আল-কিফতী, ১ম খণ্ড, ১৯৫৫-১৯৭৩ খ্রি.: ৫)।

আয-যুবাযদী ও ইবন খাল্লিকান এ পটভূমিটি একটু আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা বর্ণনা করেছেন আবুল আসওয়াদ যিয়াদের সন্তানদের পড়াতেন। একদিন তিনি যিয়াদকে বলেন, আরব-অনারব মিশ্রণের ফলে আমি আরবি ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি ভাষার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করব; যা আরবদের ভাষাকে রক্ষা করবে। যিয়াদ বললেন, না। অতঃপর এক ব্যক্তি যিয়াদের কাছে এসে বলল, **توفى أبانا وترك بنون** ! أصلح الله الأمير (শুদ্ধ হলো, أصلح الله الأمير ! توفى أبونا وترك بنين) (অর্থ: আল্লাহ আমিরের মঙ্গল করুক! আমাদের বাবা মারা গেছেন এবং কয়েকজন সন্তান রেখে গেছেন।) এ অশুদ্ধ বাক্য শুনে তার লোকদেরকে বললেন আবুল আসওয়াদকে ডাক। আবুল আসওয়াদ আসলে তাকে বললেন, আপনাকে যে নীতিমালা রচনা করতে নিষেধ করেছিলাম, আপনি তা রচনা করেন। এরপর আবুল আসওয়াদ ব্যাকরণ রচনা করলেন (আয যুবায়দী, ১৯৭২ খ্রি.: ২২; আস-সাইরাফী, তা. বি: ১৭; আত-তানতাবী, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.: ১৮)।

চতুর্থ পটভূমি

আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র. কারো নির্দেশে নয়; তিনি নিজে ভাষা ও কুরআন পঠনে ভুলভ্রান্তি শুনতে পান এবং স্বীয় অনুভূতি ও দায়িত্ববোধ থেকে আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন। মুহাম্মাদ আত-তানতাবী বর্ণনা করেন, একদা আবুল আসওয়াদের কন্যা তাকে বলেন, يا أبت: **ما أحسنُ للسماءِ** (আব্বু, আকাশের মধ্যে কোনটি বেশি সুন্দর?) আবুল আসওয়াদ বললেন, হে আমার কন্যা, তারকারাজিই আকাশের মধ্যে বেশি সুন্দর। কন্যা বললেন, আব্বু আকাশের মধ্যে কোন জিনিষটি বেশি সুন্দর আমি তা বুঝাতে চাইনি; বরং আমি আকাশের সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়েছি। আবুল আসওয়াদ বললেন, তাহলে তুমি বলো, **ما أحسنَ للسماءَ!** (আকাশটি কতই না সুন্দর!) (দায়ফ, তা. বি: ১৫; আস-সাইরাফী, তা. বি: ১৮; আত-তানতাবী, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.: পৃ. ১৮)। অন্য বর্ণনায় আছে, তার মেয়ে বলেছিল, يا أبت: **ما لَشد الحرّ** (আব্বু, কোন সময় বেশি গরম লাগে?) আবুল আসওয়াদ উত্তরে বলেছিলেন, যখন আকাশে মেঘ থাকে এবং মাটি উত্তপ্ত থাকে তখন গরম বেশি লাগে। মেয়ে বলল, বাবা আমি তো গরমের সময় বুঝাতে চাচ্ছি না, আমি বলতে চাচ্ছি, এখন কী গরম! আবুল আসওয়াদ বললেন, তাহলে বলো, **ما لَشد الحر** । এরপর তিনি ব্যাকরণ রচনা করেন (আয যুবায়দী, ১৯৭২ খ্রি.: ২১; আস-সাইরাফী, তা.বি: ১৮)। তিনি প্রথমে যা রচনা করেন তা হলো, **بلَ التعجب** । প্রথমে **بلَ التعجب** রচনার কারণ ব্যাখ্যা করে ঐতিহাসিকগণ বলেন, তার কন্যা যেহেতু **التعجب** এর ব্যবহারে ভুল করেছিল তাই তিনি প্রথমে **بلَ التعجب** রচনা করেন (দায়ফ, তা. বি: ১৫; আস-সাইরাফী, তা.বি: ১৮; আত-তানতাবী, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.: ১৮)।

আয-যুবায়দী, আস-সাইরাফী, আল-কীফতী আবুল আসওয়াদের ব্যাকরণ রচনার পটভূমি হিসেবে পারস্যের একজন নও মুসলিমের ভ্রান্তিপূর্ণ আরবি কথা শ্রবণের কথাও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরো কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায় যেগুলোতে আবুল আসওয়াদ ভ্রান্তিপূর্ণ আরবি কথা শুনে ব্যাকরণ রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে (আয যুবায়দী, ১৯৭২ খ্রি.: ২২; আল-কিফতী, ১ম খণ্ড, ১৯৫৫-১৯৭৩ খ্রি.: ৬-৯; আস-সাইরাফী, তা. বি: ১৮)।

প্রথম রচয়িতা

আরবি ব্যাকরণ রচনার এ চারটি পটভূমি ও অন্যান্য যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো থেকে প্রথম রচয়িতা হিসেবে নির্ভরযোগ্য দু'জনের নাম পাওয়া যায়। তাদের একজন হলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলি ইবন আবী তালিব রা. অন্যজন হলেন, আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী (র.) কেউ কেউ নাসর ইবন 'আসেম আল-লায়ছী ও আব্দুর রহমান ইবন হুরমুজ এর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ তা সঠিক মনে করেন না।

প্রথম রচয়িতা নির্ণয়ে ঐতিহাসিকগণ দৃশত দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন। একটি শিবিরের সদস্যরা মনে করেন আলি ইবন আবী তালিব রা. আরবি ব্যাকরণের প্রথম রচয়িতা। অপর শিবিরের সদস্যরা আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র.-কে প্রথম রচয়িতা মনে করেন। যারা আলি রা.-কে প্রথম রচয়িতা মনে করেন; তাদের মধ্যে আল-কিফতী রয়েছেন। তিনি বলেন,

> الجمهور من أهل الرواة على أن أول من وضع النحو أمير المؤمنين على بن أبى طالب - كرم الله وجهه.
>
> অর্থাৎ, অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে যিনি প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন তিনি হলেন, আলি ইবন আবী তালিব রা. (আল-কিফতী, ১ম খণ্ড, ১৯৫৫-১৯৭৩ খ্রি.: ৪)।

ইবন ফারিসও আলি রা.-কে আরবি ব্যাকরণের প্রথম রচয়িতা হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। *আত-তানতাবী তার নাশাআতুন নাহু* গ্রন্থে আলি রা.-এর পক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে বলেন,

> الصحيح أن أول من وضع النحو على بن أبى طالب رضى الله عنه، لأن الروايات كلها تسند إلى إبى الأسود، وأبو الأسود يسند إلى على، فإنه روى عن إبى الأسود أنه سئل فقيل له من أين لك هذا النحو؟ فقال لقيت حدوده من على بن أبى طالب رضى الله عنه.
>
> অর্থাৎ, সহিহ কথা হলো, হযরত আলি রা. সর্বপ্রথম আরবি ব্যাকরণ রচনা করেছেন। কারণ যতগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় তার সবগুলোর সনদ আবুল আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছেছে আর আবুল আসওয়াদ আলি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আবুল আসওয়াদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই ব্যাকরণ আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমি এ বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো আলি রা. থেকে পেয়েছি। তাই আলি রা.-ই প্রথম রচয়িতা (আত-তানতাবী, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.: ১৮)।

এছাড়া আব্দুল বাকী আল ইয়ামানী তার *'ইশারাতুত তা'ইয়ীন ফী তারাজিমিন নুহাত ওয়াল লুগাবিয়্যিন'* গ্রন্থে, ইসমায়ল বাশা আল-বাগদাদী তার *'খাযানাতুল আদাব'* গ্রন্থে আলি রা.-কে প্রথম রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন (আল ইয়ামানী, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.: ৬-৭)। যেমন, আত তানতাবী আলি রা.-এর পক্ষে যুক্তি পেশ

করতে গিয়ে বলেন, ঐতিহাসিকদের অপর দলটি মনে করেন, আবুল আসওয়াদই আরবি ব্যাকরণের প্রথম রচয়িতা। তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম বলেন,

كان أول من أسس العربية وفتح بابها وانهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلى.

অর্থাৎ, প্রথম যিনি আরবি ব্যাকররণর ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তার ফটক উম্মোচন করেছেন, পথ নির্মাণ করেছেন এবং যুক্তিপ্রমাণ উদ্ভাবন করেছেন; তিনি হলেন আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী (ইবন সাল্লাম, তা. বি: পৃ. ১২)।

আবুত তায়্যেব আল-লুগাবী বলেন,

ثم كان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلى.

অর্থাৎ, অতঃপর মানুষের জন্য প্রথম যিনি ব্যাকরণের নকশা এঁকেছিলেন তিনি হলেন আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী (আল লুগাবী, ২০০৩ খ্রি.: ১৫)।

আস-সাইরাফী বলেন,

اختلف الناس فى أول من رسم النحو، وأكثر الناس على أبى الأسود الدؤلى.

অর্থাৎ, মানুষ ব্যাকরণের প্রথম রচয়িতা নিয়ে মতপার্থক্য করছে। অধিকাংশ মানুষ মনে করে আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী প্রথম রচয়িতা (আস-সাইরাফী, তা. বি: ১৫)।

এভাবে আয-যুবায়দী তার *তাবাকাতুন নাহাবিয়ীন* গ্রন্থে; ড. শাওকী দায়ফ তার *আল-মাদারিসুন নাহবিয়্যাহ* গ্রন্থে; আবুল ফারাজ আল-ইসপিহানী তার *আল-আগানীতে*; ইবন নাদীম তার *আল-ফিহরিসত* গ্রন্থে, ইবন খাল্লিকান তার *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান* গ্রন্থে; ইবন কুতায়বা তার *আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা* গ্রন্থে আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলীকে আরবি ব্যাকরণের প্রথম রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন (আয যুবায়দী, ১৯৭২ খ্রি.: ১১; দায়ফ, তা. বি: ১৩-১৭; Gibb, 1963: 39)।

উপরের আলোচনায় দুটি শিবিরের পরস্পরবিরোধী মতামতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে একজনকে প্রথম উদ্ভাবক বলা কঠিন। মুহাম্মাদ আত-তানতাবী এ বিতর্কের একটি সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিকগণ এ সমাধানটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। তিনি বলেন, ব্যাকরণ রচনা করা একটি বড় কাজ। এ কাজের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সময় ও ঝামেলামুক্ত জীবন। আলি রা. ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা । তার সময় সমগ্র রাজ্যে চলছিল হাঙ্গামা ও অস্থিরতা। এমতবস্থায় ব্যাকরণ রচনার মত সময় বের করা কঠিন। আলি রা. আবুল আসওয়াদ সম্পর্কে ভাল জানতেন। ভাষার অশুদ্ধতা শুনে আবুল আসওয়াদকে ব্যাকরণ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আবুল আসওয়াদ তার নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসরণ করে ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন (আত-তানতাবী, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.: ১৮)।

এক কথায় বলা যায়, এক্ষেত্রে আলি রা. ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক আর আবুল আসওয়াদ ছিলেন গবেষক। এভাবে আলি রা.-এর তত্ত্বাবধানে ও আবুল আসওয়াদের গবেষণায় প্রণীত হয়েছে আরবি ব্যাকরণের। তাই বলা যায় আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী আরবি ব্যাকরণের প্রথম রচয়িতা।

ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব

আরবরা ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ জাতি। তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস সেই সাক্ষ্য বহন করে। শাসক গোষ্ঠীর উচ্চাভিলাষ ও ভোগবিলাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি কখনো কখনো ধীর হয়েছিল। সময়ের

পরিবর্তনে জ্ঞানী-গুণী ও গবেষকদের প্রচেষ্টায় তাদের অগ্রযাত্রায় যোগ হয়েছিল নতুন মাত্রা। কখনো নিজেদের প্রয়োজনে আবার কখনো জ্ঞান গবেষণায় তারা এগিয়ে গিয়েছিলেন নব উদ্ভাবনের দিকে। ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, ভূগোল প্রভৃতি বিদ্যায় তাদের সফলতা ও উদ্ভাবন ইতিহাসের পাতার আজো স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ তাদের গবেষণায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে আরবদের কৃতিত্বকে স্বীকার করতে কার্পণ্য করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা অস্বীকার করারও চেষ্টা করেছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের জ্ঞান-গবেষণায় প্রভাবিত অনেক আরব গবেষকও তাদের গবেষণায় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। আবার অনেক আরব শিক্ষাবিদ ও গবেষক তাদের উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের সকল প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তি অস্বীকার করেছেন (আত-তানতাবী, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.: ১৪ ও ১৫; দায়ফ, তা. বি: ২০ ও ২১)।

কোনো জাতির শিক্ষা-দীক্ষা ও জাতীয় জীবনে অন্য জাতির প্রভাবের জন্য সাধারণত শিক্ষা-সংস্কৃতির আদান-প্রদান, ধর্মীয় বাণীর প্রচার-প্রসার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতিকে দায়ী করা হয়। আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নকালে এই তিনটি বিষয়ের উপস্থিতি বহুলাংশে লক্ষণীয় ছিল। এ কারণে আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবের মাত্রা, ধরন এবং যথার্থতা নিয়ে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ও আরব-অনারব ভাষাবিজ্ঞানী এবং গবেষকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। অনেকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব, কেউ কেউ সূরআনীয় সংস্কৃতির প্রভাব, আবার অনেকে গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে, কোনো বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে নয়; বরং আরবরা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে নিজস্ব রীতি-পদ্ধতিতে আরবি ব্যাকরণের উদ্ভব ঘটিয়েছেন (দায়ফ, তা. বি: ২০ ও ২১)।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নে যে সকল ভাষা-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে বলে মনে করা হয় সেগুলোর মধ্যে ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি অন্যতম। ভারতের সাথে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির আদান-প্রদান অনেক পুরোনো। ইরাকের বসরা নগরী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভারতের নিকটতম সমুদ্র বন্দর ছিল। আরবরা খাদ্য-শষ্য ও মসলা জাতীয় পণ্য ভারত থেকে আমদানী করত। ফলে উভয় দেশের মানুষ পরস্পরের শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ও পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। এ সুযোগে আরবরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে ফেরার সময় বিভিন্ন ভারতীয় গ্রন্থ সাথে করে নিয়ে ফিরত এবং আরবিতে অনুবাদ করত। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন মুকাফ্ফা كليلة ودمنة গ্রন্থ খানি সংস্কৃত ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করেন (যায়দান, ১৯৫৭ খ্রি. ১৫২-১৫৪)। এ সূত্র ধরে বলা হয় আরব পণ্ডিতরা ভারতীয় ব্যাকরণ ভারত থেকে নিয়ে এসেছিল। যখন তাদের ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন তারা ভারতীয় ব্যকরণের অনুকরণ করে আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন (আমীন, ১ম খণ্ড, তা. বি: ২৪৫)।

যারা আরবি ব্যাকরণকে ভারতীয় ব্যাকরণের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেন তাদের অনেকে আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নের পটভূমির সাথে ভারতীয় ব্যাকরণ প্রণয়নের পটভূমির সাদৃশ্যকে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। ড. আহমাদ আমীন তার *দুহাল ইসলাম* গ্রন্থে আল বিরুনীর উদ্ধৃতি দিয়ে তেমনি সাদৃশ্যমূলক একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। "ভারতবর্ষের এক বাদশাহ তার স্ত্রীর সাথে অশুদ্ধ ভাষায় কথা বললে স্ত্রী তাকে চরম অপমাণিত ও লজ্জিত করেন এবং তার সাথে রূঢ় আচরণ করেন। বাদশাহ এতে ব্যথিত ও মর্মাহত হন। পরে তিনি এক

বিদ্বাণকে ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের অনুরোধ করেন। বাদশাহ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ভারতীয় ব্যাকরণ রচনা করেন। ড. আহমাদ আমীন উপরিউক্ত পটভূমির আদলে আরবি ব্যাকরণ রচনার পটভূমি তৈরি করার আশংকা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

وأنى أخشى أن تكون حكاية أبو الأسود قد وضعت فى العربية على نمط حكاية الهندية.

অর্থাৎ, আরবি ব্যাকরণ রচনার পটভূমিতে আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলীর ঘটনাটি ভারতীয় ব্যাকরণ রচনার পটভূমির অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে বলে আমার আশংকা হয় (আমীন, ১ম খণ্ড, তা.বি: ২৪৫)।

ড. যুহায়র যাহিদ, ড. আহমদ আমীন ও অন্যান্যদের এ আশংকাকে অমূলক ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

أظن أن هذا الربط بين الحكاية الهندية، وعمل أبى الأسود، وجهوده اللغوية، واختلاف الروايات العربية فى وضع النحو، لايوحى بأى أثر ولا صلة فى هذا المجال.

অর্থাৎ, আমি মনে করি ভারতীয় ঘটনা, আবুল আসওয়াদের কর্ম ও তার ভাষাকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা এবং আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নের পটভূমিতে আরবি ভাষায় বর্ণিত বর্ণনাবলীর ভিন্নতার মধ্যে যে মেলবন্ধন রয়েছে তা এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রভাব ও সম্পর্কের বার্তা বহন করে না (যাহিদ, ১৯৮৬ খ্রি.: ৫৬)।

সূরআনী সংস্কৃতির প্রভাব

আরবি ও সূরআনী দুটি সহোদর ভাষা। সামী ভাষা থেকে এ ভাষা দুটির জন্ম হওয়ায় তাদের সখ্যতা যেমন ছিল জন্মগত তেমনি ভৌগলিকভাবে কাছাকাছি হওয়ায় তাদের সাংস্কৃতিক মেলামেশাও ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ (যায়দান, ১৯৫৭ খ্রি. ১৫২-১৫৪)। তবে সূরআনী ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল আরবি ব্যাকরণের অনেক আগে; খ্রিষ্টিয় ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি। ধর্ম যাজক ইয়া'কূত আর রুহাবী (মৃ. ৪৬০ খ্রি.) এ বিদ্যার রচয়িতা। আর আরবি ব্যাকরণ প্রণীত হয়েছিল খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে। সঙ্গত কারণে অনেক প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ, আরব ভাষাবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক আরবি ব্যাকরণ রচনায় সূরআনী ব্যাকরণের অনুকরণ করা হয়েছে বলে দাবি করে থাকেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভাষাবিজ্ঞানী জুরজী যায়দান তাদেরই একজন। তিনি বলেন,

ويغلب على ظننا أنهم نسجوا فى تبويبه على منوال السريان.

অর্থাৎ, আমার প্রবল ধারণা আরবরা সূরআনী ব্যাকরণের নীতিমালা অনুযায়ী আরবি ব্যাকরণের অধ্যায়সমূহ সাজান (যায়দান, ১৯৫৭ খ্রি. ১৫২-১৫৪)।

তিনি তার মতের স্বপক্ষে দুটি যুক্তি তুলে ধরেছেন। প্রথম যুক্তি হলো, আরবি ব্যাকরণ সূরআনী ব্যাকরণের পরে রচিত হওয়ায় পূর্বে রচিত সূরআনী ব্যাকরণের নীতিমালা অনুসরণ করাই যুক্তিপূর্ণ। কারণ পরেরটি পূর্বেরটির অনুসরণ করে থাকে। দ্বিতীয় যুক্তি হলো, ইসলাম প্রসারের ফলে মুসলমানরা সিরিয়া, ইরাকসহ পার্শ্ববর্তী সকল রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পরে। এ সময় তারা সূরআনী ব্যাকরণের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। পরবর্তীতে যখন তাদের ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন তারা সূরআনী ব্যাকরণের অনুকরণে আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন (যায়দান, ১৯৫৭ খ্রি. ১৫২-১৫৪)।

ড. আহমাদ হাসান আয যাইয়াত, ইবরাহীম মাদকূর, ফুয়াদ হান্না তারযী, আনীস ফারীহাহ ও ড. হাসান ‘আওনসহ আরো অনেকে জুরজী যায়দানের মতামতকে সমর্থন করেছেন। ড. হাসান ‘আওন তার মতের স্বপক্ষে আরো দুটি যুক্তি তুলে ধরেছেন। তার একটি যুক্তি হলো, সূরআনী ব্যাকরণের সাথে আরবি ব্যাকরণের সাদৃশ্য। তার অপর যুক্তিটি হলো, আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী নিজেই সূরআনী ভাষা জানতেন এবং আরবি ব্যাকরণ রচনার সময় সূরআনী ব্যাকরণ অধ্যায়ন করে তা থেকে নকল করেছিলেন (‘আওন, ১৯৫২ খ্রি.: ২৪৯-২৫১)।

অন্যদিকে, আধুনিক ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই জুরজী যায়দান, আনীস ফুয়ায়জাহ ও ড. হাসান ‘আওনসহ অন্যান্যদের সূরআনী ব্যাকরণের প্রভাবে আরবি ব্যাকরণ রচিত হওয়ার পক্ষে উপস্থাপিত সকল যুক্তি প্রমাণকে ঐতিহাসিকভাবে ভিত্তিহীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা আরো মনে করেন, তাদের সকল যুক্তি প্রমাণ শুধু ভিত্তিহীনই নয়; ধারণাপ্রসূত ও কল্পকাহিনীর মাধ্যমে আবিষ্কৃত। ড. ইবরাহীম আস সামারায়ী তার *ফিত তাফকীরিন নাহবী ‘ইনদাল ‘আরাব* (فى التفكير النحوى عند العرب) গ্রন্থে বলেন,

> والذين قالوا بذلك لم يعتمدوا على دليل تاريخى قاطع، وإنما اعمدوا على الظن والمقارنة والاستنتاج.
>
> অর্থাৎ, যারা সূরআনী ব্যাকরণের প্রভাবে আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে বলে মনে করেন তাদের কাছে কোন ঐতিহাসিক অকাট্য প্রমাণ নেই। তারা কেবল তৎকালীন সমসাময়িক অবস্থার উপর ধারণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন (যাহিদ, ১৯৮৬ খ্রি.: ৭৪ ও ৭৫)।

গ্রীক দর্শনের প্রভাব

ভারতীয় ও সূরআনী সংস্কৃতির মত গ্রীক সংস্কৃতির সাথে আরবদের ভালো পরিচিতি ছিল। বসরীরা এ ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে ছিল। গ্রীক দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও নৃবিজ্ঞানের সাথে বসরী ধর্মতত্ত্ববিদদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে এরিস্টটলের যুক্তি ও দর্শনের প্রতি তাদের দুর্বলতা ছিল প্রবল। ফলে অনেক প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নে গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাবের আওয়াজ তুলেছেন। অনেকে তার বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। যারা গ্রীক দর্শনের প্রভাব সমর্থন করেছেন তাদেরকে দুটি শ্রেণিতে পাওয়া যায়।

এক শ্রেণির প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ও আরব ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবে আরবি ব্যাকরণের গোড়াপত্তন হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক P. K. Hitti, জার্মান প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ Merx, ফরাসী প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ Fleisch, ইংরেজ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ Carter, ও তাদের সমর্থকরা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত (Hitti, 1970: 141-142)। ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর جيرارتروبو তার *নাশআতুন নাহবিল ‘আরাবী ফী দূয়ে কিতাবি সীবাওয়াইহ* (نشأة النحو العربى فى ضوء كتاب سيبويه) শিরোনামে একটি মূল্যবান গবেষণাপ্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি তার গবেষণায় Merx-এর মতটি উল্লেখ করেছেন এভাবে,

> هو الذى زعم لأول مرة أن المنطق اليونانى أثر فى النحو العربى، **لأن الثانى قد اقتبس من** الأول بضعة من المفاهيم والمصطلحات.
>
> অর্থাৎ, তিনি সেই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম এ ধারণা দেন যে, গ্রীক যুক্তিবিদ্যা আরবি ব্যাকরণকে প্রভাবিত করেছে। কারণ দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে কিছু ভাবধারা ও পরিভাষা গ্রহণ করেছে (জিরারট্রুব, ১৯৭৮ খ্রি.: ১২৬)।

অপর শ্রেণিটি মনে করেন, গ্রীক দর্শন বা যুক্তিবিদ্যা নয়; বরং সরাসরি গ্রীক ব্যাকরণের রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। প্রফেসর جيرارتروبو তার গবেষণায় এ মতের অন্যতম উদ্ভাবক Versteegh-এর মন্তব্যটি তুলে ধরেছেন এভাবে,

> فيعتبر أن نحاة العرب القدامى قد اقتبسوا بضعة من المفاهيم **والمصطلحات لا من المنطق** اليونانى كما زعم **ماركس**... بل من النحو اليونانى وذلك بواسطة اتصالهم المباشر باستعمال النحو اليونانى الحى.
>
> অর্থাৎ, Merx মনে করেন প্রাচীন আরব বৈয়াকরণিকগণ গ্রীক যুক্তিবিদ্যার ভাব ও পরিভাষার একটা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার এ ধারণা ঠিক নয়; বরং তারা প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে জীবন্ত গ্রীক ব্যাকরণের নীতিমালা অনুসরণ করে আরবি ব্যাকরণ রচনা করেছেন (জিরারট্রুব, ১৯৭৮ খ্রি.: ১২৮)।

কিন্তু ড. শাওকী দায়ফ, আশ শায়খ মুহাম্মাদ আত তানতাবী, আয যুবায়দী, আস সাইরাফী, আস সামরায়ী, ব্রুকালম্যানসহ অধিকাংশ আধুনিক-প্রাচীন আরব ভাষাবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক, গবেষক, সমালোচক এবং প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ গ্রীক প্রভাবের সকল যুক্তি-প্রমাণ প্রত্যাখান করেছেন (দায়ফ, তা.বি: ২০-২১; আত-তানতাবী, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.: ১১; আস-সাইরাফী, তা.বি: ১৫; ব্রুকালম্যান, ২য় খণ্ড, ১৯৮৩ খ্রি.: ১২৩)। তাদের যুক্তি হলো, প্লেটো, এরিস্টেটল ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকদের গ্রন্থাবলী আরবিতে অনুবাদ করা শুরু হয়েছিল তৃতীয় হিজরিতে তথা খ্রিষ্টিয় ৯ম শতকে হুনায়ন ইবন ইসহাকের মাধ্যমে। আর গ্রীক কাব্য গ্রন্থসমূহের অনুবাদের কাজ শুরু হয় ৪র্থ হিজরিতে তথা খ্রিষ্টিয় ১০ম শতকে মুতী' ইবন ইউনূস এর হাত ধরে। অন্যদিকে আরবি ব্যাকরণের সূচনা হয়েছিল হিজরি প্রথম শতকের মাঝামাঝি তথা খ্রিষ্টিয় ৭ম শতকে। সেই সময় গ্রীক দর্শন ও কাব্য সমন্ধে আরবদের কোনো ধারণাই ছিল না। তাহলে কীভাবে আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নে গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে পারে? ড. ইবরাহিম আস সামরা'য়ী এ প্রসঙ্গে বলেন,

> أن اليونانية تختلف نحوا وطبيعة عن العربية، ولم يكن واضع النحو عارفا أو متأثرا باليونانية بأىّ وجه من الوجوه.
>
> অর্থাৎ, গ্রীক ভাষার প্রকৃতি ও ধরন আরবি ভাষার প্রকৃতি ও ধরন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর আরবি রচয়িতা যেমন গ্রীক ভাষা জানতেন না তেমনি গ্রীক ভাষা দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত ছিলেন না (আস সামরা'য়ী, তা. বি.: ১৩)।

এ মতের স্বপক্ষে প্রফেসর جيرارتروبو ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে বলেন,

> فمن الناحية اللسانية يظهر لنا أنه من المستحيل أن يكون التقسيم العربى منقولا من التقسيم اليونانى، لأن عدد الأقسام تختلف فى النظامين اختلافا تاما.
>
> অর্থাৎ ভাষার তাত্ত্বিক দিকটা লক্ষ্য করলে আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয় যে, গ্রীক ভাষার ব্যাকরণের গঠন-কাঠামো (প্রকার-প্রকরণ) অনূদিত হয়ে আরবি ভাষার ব্যাকরণের কাঠামো (প্রকার-প্রকরণ) তৈরি হওয়া অসম্ভব। কারণ উভয় ভাষার গঠন-কাঠামোর (প্রকার-প্রকরণের) সংখ্যা বিভিন্ন নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন হয় (জিরারট্রুব, ১৯৭৮ খ্রি.: ১২৮)।

উপরিউক্ত আলোচনায় আরবি ব্যাকরণ প্রণয়নে ভারতীয়, সূরআনী বা গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাবের পক্ষে যে সকল প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে তাতে ঐতিহাসিক সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা ও সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক সূত্রের দূর্বলতাগুলো হলো:

প্রথমত: ভারতীয় ব্যাকরণ রচনার পটভূমি অনুকরণে আরবি ব্যাকরণ রচনার পটভূমি তৈরি করার যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয়। কারণ আরবি ব্যাকরণ রচনার পটভূমিতে হযরত উমর রা., আলি রা. , যিয়াদ ইবন আবীহী রা. ও আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র.-এর মধ্যে যে সকল ঘটনা পাওয়া যায় সেগুলোকে ঐতিহাসিকগণ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সেক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার পটভূমি নকল করার অভিযোগ সঠিক নয় (আল-কিফতী, ১ম খণ্ড, ১৯৫৫-১৯৭৩ খ্রি.: ৪-৮; আল লুগাবী, ২০০৩ খ্রি.: ১৫-১৮; আস-সাইরাফী, তা.বি: ১৬-১৮; দায়ফ, তা.বি: ১৩-১৪)।

দ্বিতীয়ত: বলা হয় আরবরা অনুবাদকর্মের মাধ্যমে সূরআনী বা গ্রীক ব্যাকরণের গঠন-কাঠামো ও নীতিমালা নকল করেছেন। গবেষকগণ অভিযোগটিও সঠিক মনে করেন না। কারণ আরবি ভাষায় অনুবাদকর্মের সূচনা হয়েছিল আব্বাসী যুগে; আর আরবি ব্যাকরণ প্রণীত হয়েছিল উমাইয়া যুগে। তাই দেখা যায় এ তত্ত্বটিও ঠিক নয়।

তৃতীয়ত: সূরআনী ব্যাকরণের সাথে আরবি ব্যাকরণের নীতিমালার সাদৃশ্য থাকায় ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন আরবি ও সূরআনী ভাষা যেহেতু একই মায়ের দুই সন্তান সেহেতু উভয় ভাষার মধ্যে এবং তাদের ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনের মধ্যে কিছুটা মিল থাকাটা স্বাভাবিক। এই সাদৃশ্য মানে এই নয় যে, একটি ভাষার নীতিমালা অন্য ভাষা থেকে নকল করা হয়েছে। অন্যদিকে, আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলীর সূরআনী ভাষা জানার যে যুক্তি দেয়া হয়েছে তারও কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না (জিরারট্রুব, ১৯৭৮ খ্রি.: ১২৮)। গবেষকগণ মনে করেন, প্রথমে কিছু পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ হীন স্বার্থে আরবি ব্যাকরণে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবের সুর তুলেছিল পরবর্তীতে অনেক আরব-অনারবও তাদের সাথে সুর মিলিয়েছিল। ড. শাওকী দায়ফ আরবি ব্যাকরণের স্বকীয়তা ও বিশুদ্ধতা বর্ণনা করে বলেন,

> وحاول بعض المستشرقين أن يصلوا بين نشوء النحو فى البصرة والنحو السريانى واليونانى والهندى غير أنه لايمكن إثبات شئ من ذلك إثباتا علميا، وخاصة أن النحو العربى يدور على نظرية العامل وهى لاتوجد فى أىّ نحو أجنبى.

অর্থাৎ, কতিপয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ বসরায় আরবি ব্যাকরণ উৎপত্তির সাথে ভারতীয়, গ্রীক ও সূরআনী ব্যাকরণের একটি যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে এর কোনোকিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এবং বিশেষত তা এ-কারণে যে, আরবি ব্যাকরণ 'আমেল (প্রভাবক) ও মা'মূল (প্রভাবিত) তত্ত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আর এ তত্ত্বটি বিদেশি কোন ব্যাকরণে পাওয়া যায় না (দায়ফ, তা.বি: ২০)।

আশ শায়খ মুহাম্মাদ আত তানতাবী আরবি ব্যাকরণে সকল প্রকার বৈদেশিক প্রভাব প্রত্যাখান করে এর উৎপত্তির স্থান-কাল, পদ্ধতি ও ধারাবাহিকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

نشأ النحو فى العراق صدر الإسلام لأسبابه نشأة عربية على مقتضى الفطرة، ثم تدرج به **التطور** تمشيا مع سنة الترقى حتى كملت أبوابه غير مقتبس من لغة أخرى لا فى نشأته ولا فى تطوره.

অর্থাৎ, ইসলামের সূচনা লগ্নে প্রকৃতির টানে নিজ প্রয়োজনে স্বকীয়তা রক্ষা করে ইরাকে আরবি ব্যাকরণের উৎপত্তি হয়েছে। এরপর তা ধীরে ধীওে উন্নয়নের বিধান অনুযায়ী উন্নতির সোপানগুলো একে একে অতিক্রম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তার অধ্যায়গুলো পূর্ণতা লাভ করেছে। আরবি ব্যাকরণ এর উদ্ভব ও বিকাশে অন্য কোন ভাষা থেকে কিছুই গ্রহণ করেনি (আত-তানতাবী, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.: ১৪)।

উপসংহার

এ গবেষণায় আরবি ব্যাকরণ উৎপত্তির পটভূমি, প্রথম রচয়িতা ও ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব এ তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয় আলোচনায় পক্ষে-বিপক্ষে ঐতিহাসিক যুক্তি, মতামত ও উদাহরণ উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আরবি ব্যাকরণ উৎপত্তির চারটি পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম পটভূমিতে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা.-এর লাহন শ্রবণ, দ্বিতীয় পটভূমিতে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি রা.-এর লাহন শ্রবণ তৃতীয় পটভূমিতে গভর্নর যিয়াদ ইবন আবীহী রা.-এর লাহন শ্রবণ ও চতুর্থ পটভূমিতে আরবি ব্যাকরণের জনক আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র. এর লাহন শোনার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম তিনটি পটভূমিতে লাহন শ্রবণকারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হলেও তিনজনই কুরআন শুদ্ধ করে পড়া ও ভাষাকে লাহন মুক্ত করার জন্য একজন ব্যক্তিকে ব্যাকরণ রচনার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। আর সেই নির্দেশিত ব্যক্তি হলেন আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র.। লক্ষণীয় যে, তিনটি পটভূমিতেই কুরআনের সূরাহ আত তাওবাহ এর চার নম্বর আয়াত ভুল তিলাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় পটভূমি তিনটির সময় ও ব্যক্তি ভিন্ন হলেও ঘটনাগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ একই ঘটনাকে বর্ণনাকরীগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ব্যক্তির নামে বর্ণনা করেছেন। তবে সেসময় যে এ ধরণের লাহন সংঘটিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর চতুর্থ পটভূমিতে আদ-দুআলী র. নিজের সন্তানদের লাহন শ্রবণ করে ব্যাকরণ রচনা করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। সর্বপরি সবার অনুরোধ, পরামর্শ, নির্দেশনা ও বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র. আরবি ব্যাকরণের উৎপত্তি করেছেন। আর অনেকের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে যে, আরবি ব্যাকরণ উৎপত্তির সময় ভারতীয়, গ্রীক ও সূরআনী সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাও সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এক কথায় কোন বৈদেশিক ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন বা ব্যাকরণের প্রভাবে আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়নি; বরং কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত ও ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য নিজ ভাষার ধনভাণ্ডার থেকে আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী র.-এর মাধ্যমে আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে।

References

Aj Jubaidi, A. A. A. B. M. I. H. (1972). *Tabakatun Nahwiyeen wal Lugawiyeen*, Cairo: Darul Ma`rif.

Al Lugawee, A. T. (2003). *Maratibun Nahwiyeen*, Cairo: Darul Afakil `Arabiyyah.

Al Qifti, A. H. (1955-1973). *Inbahur Ruat `ala Anbahin Nuhat*, Beirut: Maktabatu Daril Kutub, Vol. 1.

Al Quranul Kareem

Al Qurtubi, I. A. A. (1387 AH/1968 AD). *Al Jami li Ahkamil Quran*, Cairo: Darul Kitabil `Arabi.

Amin, A. (n. d.). *Duhal Islam*, Beirut: Darul Kitabil `Arabi.

As Sairafi, A. S. H. I. A. (n. d.). *Akhbarun Nahwiyeen al Basriyeen*, Egypt: Madrasatuth Thaqafatid Diniyyah.

As Samra`yee, I. (n. d.). *Dirasatun fil Lugatis Surianiyyah wal `Arabiyyah*, Beirut: Darul Jeel and `Amman.

At Tantawee, A. S. M. (1408 AH/1987 AD). *Nashatun Nahi wa Tarikhu Ashharin Nuhat*, Egypt: Darul Manar.

Brockelmann, C. (1983). *Tarikhul Adabil `Arabi*, Egypt: Darul Ma`rif, Vol. 2.

Dayaf, S. (n. d.). *Al Madrasatun Nahwiyyah*, Egypt: Darul Ma`rif.

Gibb, H. A. R. (1963). *Arabic Literature*, Oxford University Press, Landon, p. 39

Hitti, P. K. (1970). *History of the Arab*, the Macmillan Press Ltd., p. 241-242.

Ibn Sallam, M. (n. d.). *Tabaqatu Fuhulish Shuara*, Egypt: Darul Ma`rif.

Jahid, J. (1986). *Fit Tafkirin Nahwee Indal `Arab*, Beirut: (np).

Jaidan, J. (1957). *Tarikhu Adabil Lugatil `Arabiyyah*, Cairo: Darul Hilal, Vol 2.

Jirartruib. (1978). *"Nashatun Nahwil 'Arabi fi Dawi Kitabi Sibawae,"* Majallatu Majma`il Lugatil `Arabiyyah,, Vol. 1, Iss. 1.

Majeed, A. B. I. A. (1406 AH/1986 AD). *Isharatut Ta`yeen fi Tarajimin Nuhat wal Lugawiyeen*, Riad: Al Buhuth wad Dirasatil Islamiyyah.